দৈনিক ইত্তেফাক

3

তারিখ ... JAN 16 2000 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম 3

স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় নকল রোধে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলা হইয়াছে। শিক্ষার প্রসার তথা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহা নিঃসন্দেহে একটি শুভ পদপেক্ষ। কিন্তু শিক্ষার মানসহ সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিয়া চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রহিয়াছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর পরীক্ষা স্ব স্ব কলেজেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে ছাত্র যে কলেজে ভর্তি হইতেছে, সে ছাত্র সে কলেজেই চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে। ঐ কলেজের শিক্ষকমন্ডলীই পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। যেহেতু ভাল ফলাফলের সহিত কলেজের সুনাম জড়িত, সেহেতু উল্লিখিত পরিস্থিতিতে পরীক্ষা কতটুকু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি যে নকলের প্রবণতাকে উৎসাহিত করিতেছে, তাহা বলা হইলে অত্যুক্তি হয় না। কথা হইতেছে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে যদি ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয়, তবে উক্ত ব্যবস্থা স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে করিতে বাধা কোথায়? আমরা মনে করি স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরীক্ষাও স্ব স্ব কলেজে না হইয়া অন্য কলেজে নেওয়ার ব্যবস্থা অথবা কলেজগুলিতে ভিজিলেন্স টিম পাঠানো হইলে তাহা নকল প্রবণতা রোধে সহায়ক হইবে। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আহসান হাবীব,
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
ঢাকা।